তারিখ : 05 APR 2016
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...1...

যুগান্তর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

চলতি মাসেই চালু হচ্ছে জরুরি বিভাগ

যুগান্তর রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) চলতি মাসেই চালু হতে যাচ্ছে ৩০ শয্যার জরুরি বিভাগ। ১৫শ' শয্যার দেশের একমাত্র এই চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কোনো সাধারণ জরুরি বিভাগ নেই।

বিএসএমএমইউ'র ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান যুগান্তরের কাছে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই হাসপাতালের অবস্থান। মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন জরুরি রোগী এখানে আসে।

কিন্তু জরুরি বিভাগ না থাকায় তাদের অন্যত্র যেতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বিভাগের অধীনে জরুরি বিভাগ চালু থাকলেও সাধারণ কোনো জরুরি বিভাগ নেই। তাই সব রোগীর সুবিধার্থে এই বিভাগ চালু করতে যাচ্ছি।

অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে রোগী ভর্তি করে স্বজনরা যাতে বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন এবং ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করছি। তিনি বলেন, বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রের বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে রোগীরা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। তারপর থেকে রোগীর সব দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই পালন করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে সেই ধারণাই এখনও গড়ে ওঠেনি। এখানে এখনও রোগী ভর্তির পর তার প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আনা, বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়া, ওষুধ-পথ্য খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ রোগীর স্বজনদেরই করতে হয়। এমনকি কোনো অধ্যাপক যখন রোগীকে দেখতে যান তখন হাসপাতালে অবস্থানরত রোগীর স্বজনদের ভিড়ে রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতি উত্তরণে হাসপাতালের পরিবেশ আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা প্রদান প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান বলেন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সব হাসপাতালেই ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়নি।

এটি বাস্তবায়নেও কাজ চলছে। তিনি বলেন, এটি বাস্তবায়নে এখানকার চিকিৎসক, অধ্যাপকরাও আগ্রহী। কিন্তু প্রধান সমস্যা টাকা। কারণ সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিশ্চিত করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা অনেক বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু বর্তমান বাজেটে এই সুবিধা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিষয়টি অর্থ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। আমরা তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অপেক্ষায় আছি।